রেডপনি

জন স্টেইনবেক

অনুবাদ
মুকুল গুহ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

১৯০২ সালে জন স্টেইনবেক জন্মেছিলেন আমেরিকার কালিফোর্নিয়া রাজ্যের সালিনাস অঞ্চলে। তার মা ছিলেন আইরিশ, বাবা ছিলেন আধা জার্মান। পড়াশুনা করেছিলেন স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষাসময়ের মাঝখানেই স্টেইনবেক প্রায় বোহেমিয়ানে পরিণত হয়ে যান। গতানুগতিক জীবনযাপনের ওপরে তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখনও খামারবাড়িতে কাজের লোক, কখনও ছুতোর মিস্ত্রির সহযোগী, রঙমিস্ত্রির সাগরেদ, কেমিস্ট, মজুর, খবরের কাগজের অফিসের কর্মী ইত্যাদি হিসেবে কাজ করে বেড়িয়েছেন। পরে একটা খামারবাড়ির কেয়ারটেকারের কাজ নেন। এই খামার বাড়িটা বছরের ১২ মাসের মধ্যে ৮ মাসই বরফের তলায় ঢাকা পড়ে থাকত। এই খামার বাড়িতেই স্টেইনবকে প্রথম লিখতে শুরু করেন। প্রথম তিনটি বই ব্যর্থ হয়। চতুর্থ বই 'টরটিলা ফ্ল্যাট' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের নজর কাড়ে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে যখন স্টেইনবেকের বয়স ৩৩।

এরপর তিনি ক্রমাগত লিখে যান। প্রকাশিত হতে থাকে ঃ— দি গ্রেপস আর র‍্যাথ; ফরগটন ভিলেজ; দি করটেজ; দি মুন ইজ ডাউন; দি ওয়েওয়ার্ড বাস; দি পিয়াবল; এ রাশিয়ান জারনাল; ইস্ট অফ এডেন; ওয়ানস দেয়ার ওয়াজ এ ওয়ার; উইন্টার অফ আওয়ার ডিসকনটেন্ট। এছাড়াও 'দি রেড পনি', প্যাসচুরস অফ হেভেন, ইত্যাদি বইও পৃথিবী জুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর শেষ বই 'আমেরিকা অ্যাণ্ড আমেরিকানস' এবং 'ট্রাভেলস উইথ চারলি'।

ডেইলি এক্সপ্রেস কাগজের প্রতিনিধি হয়ে তিনি যুদ্ধ-সংবাদদাতার কাজ করেন ইংলণ্ডে।

সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' তাঁকে দেওয়া হয় ১৯৬২ সালে। পৃথিবীতে যে কজন লেখক ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সর্বত্র সমান প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছেন, অসীম প্রেরণা আর অননুকরণীয় জীবনবোধ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, জন স্টেইনবেক তাঁদের অন্যতম। তিনি যে সব চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা এখনও অটুট। দারিদ্র্য, রঙ্গরস, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি ছিল তাঁর রচনার উৎস। ভালবাসা আর আবেগ তাঁর আন্তরিক রচনার মূল উপাদান যার আবেদন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই স্বতসিদ্ধ। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি সর্বকালে সব দেশের চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। ১৯৬৮ সালে ৬৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

জামাটা নীল জিনসের প্যান্টে গুঁজতে গুঁজতে বিলি বাড্‌স উঠোনে নেমে এল। প্যান্টে বেল্ট বাঁধতে যেতেই বোঝা যাচ্ছিল যে ধীরে ধীরে ওর মধ্যপ্রদেশ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। আকাশের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই সে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল। সকাল হচ্ছে। খররা দিয়ে দুটো ঘোড়ার শরীর ব্রাশ করতে না করতেই লোহার তেকোণা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সকালের খাবারের ডাক পড়েছে। বিলি খররা আর ব্রাশ নামিয়ে রেখে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কাছে আসতেই দেখল মিসেস টিফলিন তখনও ঘণ্টা বাজিয়েই চলেছেন। বিলিকে দেখে একটু হেসে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন তিনি। বিলি দাওয়ায় বসে পড়ে। রাখালের কাজ করে সে। অতএব বাড়ির কেউ না আসা পর্যন্ত প্রথমেই সে খাবার টেবিলে হাজির হতে পারে না। বসে বসেই সে শুনছিল মিঃ টিফলিনের বুট পরার আওয়াজ।

লোহার ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল জোডির। জোডির বয়স দশ, ছোট্ট সে, হলুদ ঘাসের মতন চুল, লাজুক নরম চোখ। যখনই কিছু চিন্তা করে সে, তখনই ঠোঁটদুটো ওর নড়ে। ঘণ্টার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই শব্দ উপেক্ষা করার কথা তার কখনও মনে হয়নি। আদৌ কারও হয়েছে বলে শোনেওনি কখনও। উস্কখুস্ক চুল গুছিয়ে সে এক মুহূর্তের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। গরমকাল, তাই জুতোর দিকে মনোযোগ না দিলেও চলে। রান্নাঘরে ঢুকে জোডি মায়ের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর মা সরে গেলে বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। মুখ তুলতেই মা কড়াচোখে ওর দিকে তাকায়।

'এর মধ্যেই একদিন চুল কেটে দিতে হবে তোমার। সকালের খাবার টেবিলে দিয়েছি! তাড়াতাড়ি বসে পড়। না হলে বিলি আসতে পারছে না।'

জোডি লম্বা খাবারের টেবিলটায় বসে পড়ে। ডিমভাজা পর পর সাজানো রয়েছে। তিনটে ওমলেট ও টেনে নেয় নিজের প্লেটে। সঙ্গে তিন টুকরো ভাজা মাংস।

বাবার আসার শব্দ শুনতে পায় জোডি। শব্দ শুনে মনে হয় বুট পরেছেন। তবু নিশ্চিত জানার জন্য টেবিলের নীচ দিয়ে লক্ষ্য করে। বাবা ঘরে ঢুকেই আলোটা নিভিয়ে দেন। সকালের আলো ততক্ষণে ভালই ছড়িয়ে পড়েছে খোলা জানলা দিয়ে। জোডির ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞাসা করে যে বিলিকে নিয়ে বাবা আজ কোথায় যাচ্ছেন। করল না। তবে ভাবছিল ওদের সঙ্গে যেতে পারলে কি ভালই না হত। বাবা খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। জোডি ঘুণাক্ষরেও তাই বাবার কথার অবাধ্য হয় না। সব কথা শোনে। বাবা কার্ল টিফলিন টেবিলে এসে বসেন। ডিমের পাত্রটা টেনে নেন।

—'বিলি, গরুগুলোকে বেছে নিয়েছ তো?' বাবা জিজ্ঞাসা করেন বিলিকে।

—'হ্যাঁ, নীচের গোয়ালে রাখা আছে।' বিলি উত্তর দেয়। —'ওদের তো আমি একাই নিয়ে যেতে পারতাম।'

—'তা পারতে ঠিকই। তবে একজন সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।' বাবার কথা শুনে বোঝা যায় বেশ খোশমেজাজেই আছেন তিনি।

জোডির মা রান্নাঘরের দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন— 'কার্ল, তোমরা ঠিক কখন ফিরবে বল তো?'

—'তা ঠিক বলতে পারছি না। সালিনাসে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।'

প্রাতরাশ শেষ করে বিলিকে সঙ্গে নিয়ে বাবা বেরিয়ে যান। জোডি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে যে ওরা ছটা গরুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝল যে বুড়ো গরুগুলোকে শহরে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

টিলার ওপাশে ওরা চলে যেতেই জোডি বাড়ির পিছন থেকে টিলার দিকে এগিয়ে যায়। পোষা কুকুরগুলো ওকে অনুসরণ করে। জোডি ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেয়। কুকুরগুলো মাথা নীচু করে তরতর করে এগোয় আর জোডির আদর পেয়ে দাঁতে চোখে হাসতে থাকে। জোডি মাঠের মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে যায়। আলপথের দুধারে সবুজ গমগাছ ওর মাথা ছাড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট কুমড়োগুলো এখনও সবুজ, এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। আর একটু এগোলেই ঝর্ণার ঠাণ্ডা জল একটা পাইপে করে টেনে আনা হয়েছে। পাইপের নীচে একটা বড় কাঠের গামলা পাতা। জোডি দুপা এগিয়ে ঝর্ণায় মুখ ডুবিয়ে জল পান করে। ও দেখেছে, ঠিক এই জায়গাটাতেই জলটা খুব ঠাণ্ডা। টিলার ওপর থেকে সূর্য এবারে সরাসরি উঠে এসেছে। সকালের রোদ্দুরে শিশিরভেজা ঘাসগুলো চকচক করছে। ওর পিছনে একটা ঝোপের মধ্যে কয়েকটা পাখি ঝরে পড়া শুকনো পাতায় হুটোপুটি করছে। কয়েকটা শালিক, কাঠঠোকরা ক্রমাগত উঠছে নামছে। জোডি সবুজ পরিবেশে হালকা রোদ্দুর উপভোগ করতে করতে দূর খামার বাড়ির দিকে চোখ ফেরাল। বাতাসে কেমন একটু পরিবর্তনের গন্ধ পাচ্ছিল জোডি। দূরে আকাশ থেকে দুটো কালো শকুনকে ছোঁ মেরে নীচে নেমে আসতে দেখল সে। নিশ্চয়ই কিছু একটা মরেছে। গরু কিংবা খরগোশ হবে। শকুনের চোখ এড়ায় না কিছুই। জোডি দুচোখে দেখতে পারে না শকুন, যে কোনও শোভন ব্যাপারই শকুনের কর্কশ স্বভাবকে ঘেন্না করতে বাধ্য। কিন্তু শকুনকে কিছু বলা যায় না, কারণ ওগুলো সবসময়ই গলা পচা মাংস মুখে করে ঘোরে।

জোডি ফিরে চলে বাড়ির দিকে। শাকসব্জির বাগান পেরনোর সময় পা লেগে একটা তরমুজ ফেটে যায়। কাজটা যে ভাল হয়নি সেটা জোডি খুব ভালভাবেই জানে। পায়ে করে ধূলো ছড়িয়ে ভাঙা তরমুজটা ঢেকে দেয় সে।

বাড়িতে পা দিতেই মা ওর আঙুল আর নখ পরীক্ষা করেন। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার করে স্কুলের জন্য তৈরি করে দেন। আঙুলের ফাটা দেখে সেখানে আদর করে দেন। তারপর স্কুল ব্যাগ, খাবার গুছিয়ে মাইলখানেক দূরের স্কুলে রওনা করিয়ে দেন। মা তখনই বুঝতে পারলেন যে জোডির ঠোঁট আজ সকালে বড় বেশি নড়ছে।

স্কুলের রাস্তায় সাদা নুড়ি কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করে জোডি। পাখি কিংবা খরগোশ তাক করে সেই নুড়ি ছুঁড়তে থাকে। মোড়ের মাথায় স্কুলের দুজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনজনে মিলে স্কুলের দিকে এগোতে থাকে ওরা, সপ্তাহ দুয়েক হল মাত্র স্কুল খুলেছে। এখনও কারও তাই ছুটির আমেজ ভাঙেনি।

বিকেল চারটি নাগাদ জোডি স্কুল থেকে ফেরে। খামারবাড়িতে ঢোকার আগেই আস্তাবলে উঁকি মেরে দেখে ঘোড়াগুলো নেই। মানে বাবা আর বিলি তখনও ফেরেননি। বাড়ির বারান্দায় মা বসে মোজা সেলাই করছেন, একাই।

'রান্নাঘরে তোমার জন্য দুটো মিষ্টি রুটি রাখা আছে', জোডিকে আসতে দেখেই বলে উঠলেন মা। জোডি রান্নাঘরে ঢুকেই রুটি দুটো খেতে খেতে বেরিয়ে আসে।

'জোডি, আজ কিন্তু কাঠ দিয়ে ভর্তি করতে হবে কাঠের বাক্সটা। কাল তুমি বেশ কায়দা করে আড়আড়ি কাঠ পেতেছিলে। তার জন্য বাক্সটার আদ্দেকটাই ভর্তি হয়নি। আজ ভালভাবে ভর্তি কোর কিন্তু। আর একটা কথা, হাঁসগুলো নির্ঘাৎ ওদের ডিম লুকিয়ে রাখছে। নয়ত কুকুরগুলো ডিম খেয়ে ফেলছে। একটু নজর করে দেখো তো।'

জোডি খেতে খেতেই কাঠ চেরাইয়ের জায়গায় চলে আসে। তারপর কাঠ কেটে বাক্সটা পুরো ভর্তি করে। কাঠ কাটা শেষ হলে রাইফেলটা নিয়ে ঝর্ণার ধার পর্যন্ত চলে যায়। সেখানে সে রাইফেলের নলে চোখ রেখে কখনও পাহাড়ের দিকে, কখনও টিলার দিকে। কখনও বা পাখি আর কাঠঠোকরার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে থাকে। গুলি ছোঁড়ার অনুমতি নেই তার, গুলিও নেই। বারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত গুলি পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাছাড়া কখনও যদি বাড়ির দিকে রাইফেলটা তাক করে, আর কেউ দেখতে পায়, তাহলে তার শাস্তি হিসেবে গুলি পাওয়া আরও দুবছর পেছিয়ে যাবে। জোডি সেই ঝুঁকি নিতে চায় না। তাই যতরকম দিক আছে, সবদিকে তাক করলেও বাড়ির দিকটা খুব মাঝখানে এড়িয়ে চলে। বাবা যা কিছু উপহার দেন, সবই কোনও না কোনও শর্তসাপেক্ষে। খুব কড়া নিয়মানুবর্তিতা সন্দেহ নেই।

অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত রাতের খাবার দেরি করা হচ্ছে। বাবা আর বিলি যদি ফিরে আসেন, সেই আশায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা ফিরে আসেন। জোডি ওদের দেখে মনে মনে খুশি হয়। এরকম সময় বাবা তাকে গুছিয়ে পুরোন সব দিনের গল্প করেন, তার ছেলেবেলার সব কথা।

রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে জোডি আশা করতে থাকে যে বাবা বুঝি এক্ষুণি তাকে ডেকে গল্প করতে বসবেন। না, আজ তিনি সেটা করলেন না। বরং ডেকে বললেন,

—'জোডি, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়, কাল সকালে তোমাকে একটু দরকার আছে।'

না, একেবারে হতাশ হওয়ার মতন নয় তাহলে। গতানুগতিক কাজ না হলেই হল। একা সবকিছু করতে জোডির ভালই লাগে। একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতেই ওর ঠোঁট নড়তে থাকে। সাহস করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলে,—'কাল সকালে কি শুওর মারা হবে।'

—'সে যাই হোক না কেন, আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়।'

দরজা ভেজিয়ে চলে যাওয়ার ফাঁকেই জোডির কানে এল বাবা বিলির সঙ্গে কি একটা রসিকতা নিয়ে মস্করা করছেন।

নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে যখন সে ভাবছে বাবার রসিকতা কি হতে পারে তখনই কানে এল, বাবা মাকে বলছেন,

—'কিন্তু রুথ, আমরা তো ওকে তেমন বড় কিছু দিই না, তাই না'। জোডির কানে বাদল বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ, ইদুরের হুটোপুটি, গাছের ডাল ঝাপটানো—আর সেসব শুনতে শুনতেই সে অঘোর ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ল।

পরের দিন ঘণ্টি বাজার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল জোডি। রান্নাঘরে হাত মুখ ধুয়ে চুলটা ঠিক করে নিচ্ছে যখন তখনই মা বিরক্তির সুরে বললেন,

—'না খেয়ে বাইরে যাবে না জোডি।'

শুনে সোজা খাওয়ার টেবিলে এসে বসে সে। তারপর গরম গরম মিষ্টি রুটি টেনে নেয় দুটো। বাবা বিলিকে সঙ্গে নিয়ে খেতে এলেন। বাবা যথারীতি লণ্ঠনটা নেভালেন। তারপর জোডিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

—'খাওয়া হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে যাবে জোডি।'

দ্রুত খাবার শেষ করে ফেলে জোডি। তারপর ওদের দুজনের পিছন পিছন বেরিয়ে আসে। মা রান্নাঘর থেকে ডেকে বলেন,

—'কার্ল, যাই কর, ওর স্কুলের দেরি করে দিও না কিন্তু, বুঝলে।'

জোডি ওদের দুজনকে অনুসরণ করে সাইপ্রেসের ঝাড় পেরিয়ে গেল। তার মানে শুয়োর মারা নয়। অন্য কিছু হবে। কিন্তু কি সেটা! সকলের সূর্য পাহাড়ের ওপরে উঠে এসেছে। গাছ আর বাড়ির লম্বা ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে। ওরা পা চালিয়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যায়। বাবা আস্তাবলের দরজা খুলে সকলকে ভেতরে আসতে ইশারা করেন। আস্তাবলের ভেতরটা অন্ধকার, কিন্তু খড় আর গরু ঘোড়াদের জন্য বেশ গরম। একটা বাক্সের কাছাকাছি গিয়ে বাবা ওকে কাছে ডাকলেন। জোডি যেন বুঝতে পারছে কিছুটা। বাক্সটার কাছাকাছি গিয়েই দুপা পিছিয়ে আসে সে।

একটা টুকটুকে লাল টাট্টু ঘোড়া ঝকঝকে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কানদুটো সামনে ঝোলা, চোখে সন্দেহ, চামড়া কর্কশ আর গায়ের লোম ঘন, কেশর লম্বা, কোঁকড়ানো। জোডির গলায় স্বর আটকে যায়।

—'দেখ, এটার খুব যত্ন দরকার। যদি কোনদিন শুনি যে ওকে ঠিকমতন খেতে দাওনি, কিংবা ওর ঘর পরিষ্কার করনি, তাহলে কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওকে বাইরে বিক্রি করে দেব।'

জোডি টাট্টুটার চোখের দিকে চাইতে পারছিল না। নিজের হাতের দিকে চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল—

—'আমার?'

ওর কথার উত্তর দিল না কেউ। জোডি ঘোড়াটার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ছাই রঙের নাক টাট্টুটা সোজা জোডির হাতের ওপরে নামিয়ে আনে, ঠোঁট ফাঁক করে নরম দাঁত দিয়ে টুক করে কামড়ে দেয়। তারপর যেন মজা পেয়ে মুখ তুলে হাসতে থাকে। জোডি ছড়ে যাওয়া নিজের হাতটা দেখে। তারপর বেশ গর্বের সঙ্গেই বলে ওঠে,

—'মনে হয় ভালই কামড়াতে পারে।'

বাবা আর বিলি হেসে ওঠে। তারপর বাবা যেন লজ্জা পেয়ে খামারবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুধু বিলি থেকে গেল। যাক বিলি একা থাকলে কথা বলা যায় খোলামেলা।

জোডি জিজ্ঞাসা করে—'আমার'?

বিলি উত্তর দেয়—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ভালমতন যত্ন করলে তবে। কি করতে হবে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। বাচ্চা কিন্তু এখনও। বেশ অনেকদিন যত্ন করার পরে তবেই ওটাতে চড়তে পারবে। বড় হলে, তার আগে নয় কিন্তু।'

জোডি আর একবার ঘোড়াটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ঘোড়াটা কিন্তু এবারে ওর নাকটাতে আদর করতে দিল।

—'কোথায় পেলে বিলি এটাকে?'

—'শেরিফের অফিসে নিলাম হচ্ছিল সেখানে। কাদের যেন একটা প্রদর্শনীতে খুব ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের সব জিনিষপত্র নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। সেখানেই।'

—'একটা তো জিন দরকার বিলি।'

—'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। এস, আমার সঙ্গে।'

আস্তাবলে ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম রাখার জায়গা থেকে ছোট্ট একটা জিন বের জোডিকে দেয় বিলি। তারপর বলে,

—'এটা অবশ্য একটা দেখনাই ব্যাপার, কাজের নয়। তবে মেলা চলছিল তো, তাই খুব সস্তায় পাওয়া গেল।'

জিনটার দিকে তাকিয়ে জোডির বিশ্বাস হচ্ছিল না। এত অবাক হয়েছিল যে কথা বলতে পারল না। মখমলের মতন নরম লাল চামড়ায় হাত বোলাতে বোলাতে অনেকক্ষণ পরে বলল,